Canada

International Labour Organization

বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তকরণ

বাংলাদেশে প্রায় ৩.২ মিলিয়ন প্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণী রয়েছে। এ সকল তরুণ-তরুণীর জন্য সম্মানজনক চাকুরি লাভের পথ যেন উন্মুক্ত হয় – সেজন্য চাহিদাভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে তাদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। ২০০৭ সালে, বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ সনদে প্রথম কাতারের স্বাক্ষরকারী দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। এটি সম্মানজনককাজের অধিকারসহ দেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সকল অধিকার নিশ্চিত করতে বাংলাদেশকে অঙ্গীকারবদ্ধ করেছে। তখন থেকে বাংলাদেশ সরকার, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (কানাডা ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে) নিয়োগকারীগণ ও কর্মী সংগঠনসমূহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য একটি অংশীদারিত্বমূলক লক্ষ্য অর্জনে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তকরণে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) প্রায়োগিক দৃষ্টিভঙ্গি

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তকরণে আইএলও-এর দৃষ্টিভঙ্গি হলো – শিল্প-কারখানা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরে কিছু সংস্কারমূলক কাজ করা – যার মাধ্যমে দক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাহিদা পূরণে পদ্ধতিগত পরিবর্তন আনা। এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং অন্তর্ভুক্তকরণের ফলে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থনৈতিক সুবিধা লাভের বিষয়টি স্বীকৃতি অর্জনে ভূমিকা রেখেছে। আইএলও-এর দক্ষতা উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গির তিনটি মূল স্তম্ভ হলো – নীতিমালা সংস্কার, দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অনুশীলনের জন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অংশীদারিত্ব ও নেটওয়ার্কের প্রসার।

অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতিমালার প্রসার

আইএলও-এর সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার ২০১১ সালে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালা (এনএসডিপি) প্রণয়ন করেছে যেখানে দক্ষতা উন্নয়ন সংস্কার প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তকরণের বিষয়টিকে একটি অন্যতম অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এনএসডিপি'র সুপারিশমালায় সকল প্রকার কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (টিভিইটি) প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ৫ শতাংশ ভর্তি কোটা নির্ধারণ, বৃত্তি প্রদান, আবাসন সুবিধা ও যাতায়াতের সুব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়াও ন্যায়সঙ্গত সুযোগ-সুবিধার পরিকল্পনা ও প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নকশা প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে। এই সুপারিশমালা পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়

কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এক্ষেত্রে আইএলও সকল প্রধান অংশীজনের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তকরণে একটি জাতীয় কর্ম-কৌশল প্রণয়নে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল (এনএসডিসি) সচিবালয়কে সহায়তা করেছে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক অনুশীলনের প্রসার

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে (টিভিইটি) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ৫ শতাংশ কোটার কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে আইএলও কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরকে (ডিটিই) সহায়তা করছে। তারা ডিটিই-এর দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে এবং টিভিইটি প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করছে। ডিটিই সকল টিভিইটি প্রতিষ্ঠানকে (৪৯টি পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠান এবং ৩৮টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন (ডিপিও) এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করে এমন বেসরকারি সংগঠনগুলোর সাথে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। এটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ গ্রহণের চাহিদা বৃদ্ধি এবং তাদের সহায়ক উপকরণসমূহ এবং ন্যায়সঙ্গত সুযোগ-সুবিধা লাভে সহায়তা করবে।

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর টিভিইটি প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, বাজেট, ক্রয়-পরিকল্পনা, কর্মসম্পাদন, মূল্যায়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করার নির্দেশ দিয়েছে। অচিরেই একটি মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হবে যা এসব প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে দক্ষ কর্মসম্পাদনকারী অধ্যক্ষদের পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণের সুযোগসহ কাজের স্বীকৃতি ও পুরস্কার প্রদান করবে। প্রবেশগম্যতার বিচারে মডেল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও আইএলও বিভিন্ন অঞ্চলে পাঁচটি টিভিইটি প্রতিষ্ঠান সনাক্ত করেছে। এই মডেল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোকে উক্ত অঞ্চলে অন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য অনুকরণীয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হবে।

এই সব অন্তর্ভুক্তকরণের পদক্ষেপসমূহ হাতে নেওয়ার সাথে সাথে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়াও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। টিভিইটি প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে উত্তীর্ণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের নিবন্ধন করতে আইএলও কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরকে সহায়তা করছে। বিভিন্ন ধরনের চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য প্রতিবন্ধিতার ধরণ অনুসারে উপযুক্ত পরিবেশ ও ন্যায়সঙ্গত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে নিয়োগকারীদের সহায়তা করতে তথ্য পৃথকীকরণে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর একমত হয়েছে।

নিয়োগকৃত প্রতিবন্ধী কর্মীদের কর্মসম্পাদনে নিয়োগকারীগণ খুবই সন্তুষ্ট

অন্তর্ভুক্তকরণের এই পদক্ষেপগুলো কিভাবে কাজ করতে পারে তা দেখার জন্য আইএলও বেশ কয়েকটি পাইলট

প্রকল্প হাতে নিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে আইএলও-র টিভিইটি সংস্কার প্রকল্প সেন্টার ফর রিহ্যাবিলিটেশন অফ দ্য প্যারালাইজড (সিআরপি) এর সাথে সেলাই মেশিন চালনার জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং কর্মীদের চাহিদা পূরণ করতে পারে এমন তৈরি পোশাক কারখানায় তাদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে একটি পাইলট প্রকল্পের উদ্যোগ নেয়। এছাড়াও আইএলও-এর প্রশিক্ষণ সহযোগী সংগঠন ব্রাক, ইউসেপ, টিএমএসএস, মুসলিম এইডের বেশ কয়েকটি পাইলট প্রকল্প ট্যুরিজম ও হসপিটালিটি, অ্যাগ্রো-ফুড প্রসেসিং ও ফার্নিচার সেক্টরে নিজেদের কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণ করেছে। এই পাইলট প্রকল্পসমূহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সফলভাবে প্রশিক্ষণ ও চাকুরি প্রদান করেছে।

তবে এখানেও কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আত্মবিশ্বাসে ঘাটতি ও পারিবারিক সহায়তার অভাবে এসব প্রকল্পের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তুলনামূলকভাবে কম অংশগ্রহণ করতে দেখা গেছে। এজন্য আইএলও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে দক্ষতা প্রশিক্ষণের চাহিদা তুলে ধরতে জাতীয় সামাজিক বাজারজাতকরণ কৌশল প্রণয়নে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিলকে (এনএসডিসি) সহায়তা করছে।

অংশীদারিত্ব ও নেটওয়ার্কের প্রসার

আইএলও যেমন একদিকে টিভিইটি প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রতিবন্ধী সংগঠনসমূহের সাথে কাজ করার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করছে – তেমনি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য টিভিইটি প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে নিয়োগকারীদের অংশীদারিত্ব স্থাপনেও সহায়তা করছে। এজন্য আইএলও – ট্যুরিজম, এগ্রো-ফুড প্রসেসিং, ফার্ণিচার, সিরামিক, ফার্মাসিউটিক্যালস্ এবং আইটি-এই ছয়টি ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস্ কাউন্সিলকে একত্রিত করেছে। এর লক্ষ্য হলো প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তকরণে তাদের প্রতিনিধিদের সচেতন করা।

আইএলও-এর অংশীদার সংগঠন বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন (বিইএফ) এখন গ্লোবাল বিজনেস এন্ড ডিজএ্যাবিলিটি নেটওয়ার্কের সদস্য। বিইএফ আইএলও-এর সহায়তায় কর্মক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তকরণ ত্বরান্বিত করতে বাংলাদেশ বিজনেস এন্ড ডিজএ্যাবিলিটি নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করছে। এই নেটওয়ার্কের উদ্দেশ্য হলো – যে সকল নিয়োগকারী ইতোমধ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়োগ দিয়েছেন তাঁদের ইতিবাচক অনুশীলনগুলো তুলে ধরা এবং যারা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়োগ দিতে আগ্রহী তাদের কারিগরি সহায়তা দেওয়া। নেটওয়ার্কটি বিভিন্ন সেক্টরের ইন্ডাষ্ট্রিসমূহের ৮-১০ জন সেরা কর্মীকে নিয়ে গঠিত একটি কমিটির মাধ্যমে বাস্তবরূপ দেওয়া হবে।

প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তকরণের এই পদক্ষেপগুলোকে এগিয়ে নিতে – দক্ষতা উন্নয়নে কাজ করে এমন ২১টি মন্ত্রণালয়ের সাথে আইএলও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পরিকল্পনা করছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করা হলে বাংলাদেশে শত শত প্রতিষ্ঠানে পরিবর্তন আসবে এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে পুরো দৃশ্যপট বদলে যাবে।

আশরাফুল : উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সুমসৃণ পথে

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাকুরি খুঁজে পাওয়া ও সামজিক গ্রহণযোগ্যতা – দুটোই খুব কঠিন ব্যাপার। এর পরেও যখন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কোনো কাজের সুযোগ দেওয়া হয়েছে, সময়ের ব্যবধানে দেখা গেছে, তারা কর্মক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্যতা এবং সমাজে তাদের গুরুত্ব প্রমাণ করেছে।

খুব ছোটবেলায় আশরাফুল প্রতিবন্ধী হওয়ার পর তার পরিবার তাকে বিভিন্ন স্কুলে ভর্তি করানোর চেষ্টা করে। কিন্তু সে যে সকল আবেগিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয় – তা কোনভাবেই মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়নি। এর কয়েক বছর পর তার পিতামাতা এ ব্যাপারে হাল ছেড়ে দেয়।

সৌভাগ্যক্রমে ২০১৫ সালে আশরাফুল আকতার ফার্ণিচার একাডেমির উদ্যোগে আয়োজিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচির কথা জানতে পারে। দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা মেটানোর জন্য এ প্রতিষ্ঠান আইএলও-এর সহায়তায় একটি প্রশিক্ষণ একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেছে। এ একাডেমি জাতীয় কারিগরি বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামোর মান অনুসরণ করে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

এই প্রশিক্ষণ একাডেমি কাঠমিস্ত্রির যাবতীয় কাজ, ল্যাকার পলিশ, মেশিনের সাহায্যে কাঠের ডিজাইন করা এবং কাঠ নির্মিত গৃহ সজ্জা সামগ্রী তৈরির বিষয়ে স্বীকৃত পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

"যেহেতু আমার পরিবার আমার সকল চাহিদা মেটাতে পারছিলো না, তাই আমি এখানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে মনোস্থির করলাম। আমি মূলত একটি স্থায়ী চাকুরি পাওয়ার প্রতিশ্রুতিতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম।"

আশরাফুল ২০১৫ সালে ল্যাকার পলিশ ইউনিটে প্রশিক্ষণ গ্রহণ সমাপ্ত করে এবং এখন সে পূর্ণকালীন কাজ করে প্রতি মাসে ৬০০০ টাকা আয় করছে।

"আমি এখন আত্মবিশ্বাসী যে, আমি এখন যে কোন কাজ করতে

পারি। আমার পা না থাকতে পারে কিন্তু আমার তো দক্ষতা আছে। এখন আমি আমার পরিবারকে সাহায্য করতে পারি এবং আমাকে সকলে সম্মান করে।"

আকতার ফার্ণিচার একাডেমি ইতোমধ্যে ৪০জন প্রতিবন্ধী নারী ও পুরুষকে প্রশিক্ষিত করেছে। একাডেমির প্রশিক্ষকদের মতে, প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণার্থীরা কাজের প্রতি অধিকতর মনযোগী এবং বেশি উৎপাদনশীল হয়ে থাকে। যদিও প্রতিবন্ধী কর্মীদের কাজের উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ সুবিধা তৈরির জন্য পরিবর্তন আনতে গিয়ে কিছুটা অতিরিক্ত ব্যয় হয়ে থাকে, তবুও এটা বৃহত্তরভাবে লাভজনক। আর এ লাভ শুধু মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, ব্যবসায়িক দিক থেকেও।

প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য সহায়ক নির্দেশিকা

আইএলও-এর বি-সেপ প্রকল্প – ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের স্বত্ত্বাধিকারী এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক ও প্রশিক্ষকরা যেন প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তকরণের বিষয়ে সঠিক নির্দেশনা লাভ করে তার জন্য দুইটি প্রকাশনা বের করেছে।

কর্মক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নিয়োগের তুলনামূলক সুবিধা

কর্মক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তকরণে নিয়োগকারীদের জন্য প্রণীত এই নির্দেশিকায় – ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহে যেন একটি অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক, গ্রহণযোগ্য ও উৎপাদনশীল কর্মক্ষেত্র তৈরি করা যায় – সে জন্য প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তকরণের বিষয়ে মৌলিক ধারণার রূপরেখা দেওয়া হয়েছে।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তকরণ

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও প্রশিক্ষকদের জন্য প্রণীত এই ব্যবহারিক নির্দেশিকায় প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তকরণের বিষয়ে মৌলিক ধারণা, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং উপযুক্ত পরিবেশ ও ন্যায়সঙ্গত সুযোগ সুবিধা প্রদানের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

নির্দেশিকাগুলো ডাউনলোড করতে ভিজিট করুন : *www.ilo.org/dhaka* অথবা আইএলও অফিসের সাথে যোগাযোগ করুন।

কানাডার অর্থায়নে আইএলও-এর বাংলাদেশ স্কিলস্ ফর এমপ্লয়মেন্ট এন্ড প্রডাক্টিভিটি (বি-সেপ) প্রকল্প সকলের কাছে দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে দক্ষ শ্রমশক্তি তৈরি করতে বাংলাদেশ সরকারের সাথে কাজ করছে। আরও তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন : bsep-skills-dhaka@ilo.org অথবা ভিজিট করুন : www.ilo.org/dhaka.